উত্তর-উপনিবেশবাদী বীক্ষণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কদর্য এশীয় বনাম নব্য-উপনিবেশবাদ

তামান্না ফেরদৌস তানজিম[১]

সারসংক্ষেপ

কদর্য এশীয় বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা একটি নাতিদীর্ঘ রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসটি দীর্ঘদিন পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে থাকলেও ২০০৬ সালে অনুদিত গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। *কদর্য এশীয়* গ্রন্থটিতে লেখক কাহিনির আদলে যে সুচিন্তিত রাজনৈতিক বয়ান তুলে ধরতে চেয়েছেন তার যথাযথ বিচার করতে প্রয়োজন উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টির। উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বে উপনিবেশবাদ রঙ বদলে নানান বেশে এখনও পুরোদমে হাজির আছে। নব্যউপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা এখনও তৃতীয় বিশ্বেও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে পরোক্ষ শোষণ কায়েম রেখেছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অভাবে পুনঃপুনঃ উন্নত বিশ্বেও কুটনৈতিক ফাঁদে পা বাড়াচ্ছে। এই ভারতীয় উপমহাদেশ প্রায় দু'শত বছর ধরে যে ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে ছিলো সে উপনিবেশিত ভূখণ্ডেরই লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। উপনিবেশবাদেও প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ওয়ালীউল্লাহ সদ্য উপনিবেশমুক্ত একটি রাষ্ট্র ঠিক কি প্রক্রিয়ায় নব্য-উপনিবেশবাদের শিকার হয়ে পড়ে তার বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করেছেন উপন্যাসটিতে।

পূর্ববর্তী প্রাবন্ধিকগণ উপন্যাসটির চরিত্র ও সামাজিক বাস্তবতাকে নানানভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে, নব্য-উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদেও বিশ্লেষণ সীমিত ছিল। *কদর্য এশীয়* কি কেবল একটি আঞ্চলিক রাজনীতির গল্প, নাকি এটি একটি বৃহত্তর নব্য উপনিবেশবাদী কাঠামোর অংশ? এই ব্যতিক্রমী উপন্যাসটি গুটিকয়েক সমালোচকের নজর কাড়লেও উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য হিসেবে উপন্যাসটির যথেষ্ট মর্যদালাভ হয়নি। উপন্যাসটি এবং ঔপন্যাসিকের হাত ধরে বাংলাসাহিত্যে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের যে ধারার সূত্রপাত হবার কথা ছিলো তা মধ্যপথে থেমে গিয়েছে। অদ্যবধি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের আধিক্য খুব বেশি নয়। সুতরাং, এই প্রবন্ধে *কদর্য এশীয়* নামের উপন্যাসটিতে একজন উপনিবেশিতের লেখনীতে প্রতিবিম্বিত ঔপনিবেশিক রাজনীতির বয়ানকে উত্তর-উপনিবেশিক তত্ত্বের বিবেচনায় বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা থাকবে। প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা থাকবে যে ওয়ালীউল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে তাঁর নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ফসল, অন্যদিকে পশ্চিমা আধিপত্যের প্রতি একটি প্রতিরোধ।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: 'উপনিবেশবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ, কদর্য এশীয়

এক.

'উপনিবেশবাদ', আমাদের এই পৃথিবী ও বিপুল জাতিসমূহ গড়ে ওঠার ইতিহাসের সাথে জড়িত ধ্রুব একটি সত্য। রাজনৈতিক অথবা বানিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি রাষ্ট্রের উপর দখলদারিত্বেও মাধ্যমে উপনিবেশবাদ প্রসারলাভ করে আসছে বহু বছর ধরে। বিশ্বেও উপনবেশিক শক্তিগুলো নৌ-অভিজানের মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপনের কাজটি করে এসেছে। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল হোক, অথবা সুফলা ভারতীয় উপমহাদেশ হোক উপনিবেশবাদের কালো ছায়া গ্রাস করে নিয়েছে সকলকে, নির্বিচারে। পররাষ্ট্রের এই শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ইউরোপে ঘটেছে শিল্পবিপ্লব, আবার বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকা পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। পুরাতন উপনিবেশবাদের ধারনা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছে, পরাধীন রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশের নিগড় ছিড়ে স্বাধীন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো বিভিন্নরূপে ফিওে আসছে, আরও চতুরতার সাথে ন্যায্যতার মোড়কে জড়িয়ে।

দুই.

উপনিবেশিতরা ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ঔপনিবেশিক রাজনীতির কুচক্রের ভাঁজ খুলতে শেখে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো উপনিবেশিতের শোষণকে কার্যকর করতে এবং অব্যহত রাখতে বহুকাল ধরে যে স্টেরিওটাইপগুলো নির্মান করেছে সেগুলোর নিবিড় বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের প্রকৃত

[১] তামান্না ফেরদৌস তানজিম, শিক্ষার্থী (স্নাতকোত্তর), বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

চেহারা। আত্মপরিচয়ের সন্ধানের যাত্রায় উপনিবেশিতের মধ্যেকার শ্রেণি সচেতনতা, অধিকার সচেতনতা ক্রমশই তীব্র হয়ে ওঠে। আর এই সচেতনতা থেকেই গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। প্রতিরোধের মাধ্যমে তারা ব্যবচ্ছেদ করতে চায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়াকে। উপনিবেশিতরা ঔপনিবেশিক শক্তির বিপরীতে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বেছে নিয়েছে কালি ও কলম। সাহিত্য এই নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিরোধে ঢাল হয়ে রক্ষা করেছে অবহেলিত সংস্কৃতিকে। চিৎকার করে বলে গিয়েছে মুক্তির স্লোগান। বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন কারণ ঔপনিবেশিক রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করতে তিনি বেছে নিয়েছেন উপন্যাসের মাধ্যমকে। সে ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধটির আলোচনায় বেছে নেওয়া হয়েছে *কদর্য এশীয়* উপন্যাসটিকে। ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন একজন দ্বিভাষী লেখক। *লালসালু* (১৯৪৮), *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) তাঁর নিজ মাতৃভাষা বাংলায় লেখা উপন্যাস। ভাষিক ক্ষেত্রে নিজের আরামদায়ক অবস্থান ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রয়াসে হোক অথবা নিজের রচনাকে বিশ্বসম্মুখে তুলে ধরতেই হোক ইংরেজি ভাষায় তিনি লিখেছেন একটি উপন্যাস *The Ugly Asian* ও একটি উপন্যাসিকা *How does one cook beans*। ইংরেজি ভাষায় *Escape* ও *Cargo* শিরোনামে তাঁর লেখা আরও দুটি সৃজনশীল গল্প রচনার খোঁজ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাহিত্যে যাঁর আবির্ভাব সেই লেখক যে রাজনৈতিক হবেন তা বলাই বাহুল্য। বাংলার মন্বন্তর, যুদ্ধ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, দেশত্যাগী মানুষের হাহাকারে অপ্রভাবিত থাকা ছিলো কঠিন। এছাড়াও যুদ্ধোত্তর সময়ে বিশ্বরাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদল, উপনিবেশ থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ওয়ালীউল্লহর চিন্তার জগতকে আন্দোলিত করেছিল। আপাত অর্থে রাজনৈতিক সাহিত্য রচনায় অনাগ্রহী এই লেখককেও স্পর্শ করেছিলো সময়ের উত্তাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে রচিত *নয়নচারা* (১৯৪৫) গল্পগ্রন্থে তাঁর সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর বাকি তিনটি উপন্যাসকে শুধু অস্তিত্ববাদী চেতনার নিরিখে বিচার করলে লেখকের সুগভীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞানকে অলক্ষ্য করা হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লহর প্রথম উপন্যাস *লালসালু* বাস্তবধর্মী ট্রেডিশনাল ধরনের উপন্যাস হলেও পরবর্তী দুটো উপন্যাসে তিনি নিরীক্ষার মাধ্যমে গতানুগতিক উপন্যাস নির্মানের রীতিকে ভেঙেছেন। উপন্যাসে তিনি ন্যারেশন স্টাইল, নাটকের ক্ষেত্রে রিয়েলিস্টিক ও অ্যাবসার্ড ফর্মেও ব্যবহার করেছেন। আবার, বাংলাদেশের জীবননির্ভর লেখাগুলোতেও তাঁর একান্ত নিজস্ব একটি শৈলী স্পষ্ট।

তবে, তাঁর ইংরেজি উপন্যাস ও উপন্যাসিকা যথাক্রমে *The ugly Asian* ও *How does one cook beans*-এ আমরা অকস্মাৎ ওয়ালীউল্লহর চিন্তার এক অভিনব জগৎকে আবিষ্কার করি। সেই অভিনবত্ব শুধুমাত্র উপন্যাসের ফর্ম নির্মাণ কিংবা ভাষার ভিন্নতার কারণেই যে সূচিত হয়েছে নিশ্চিতভাবেই তা নয়। এশীয়- ভিন্ন অন্য জাতিগুলোর এশিয়া সম্বন্ধে এবং অন্য জাতি বা দেশ প্রসঙ্গে এশীয়দের যে অপরিসীম কৌতুহল, কল্পনা ও আগ্রহ রয়েছে তা উপনিবেশিত একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সৈয়দ ওয়ালীউল্লহর জবানে প্রতিধ্বনিত হতে শুনি। *How does one cook beans* - উপন্যাসিকার পাঠযাত্রায় আমরা দেখতে পাই একজন এশীয় 'ফ্রেঞ্চশিম'- রান্না শেখার অতিআগ্রহ থেকে সুদূর প্যারিসে পাড়ি জমায়। বিশ্ব সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের চিত্র ও সূত্র খোঁজার প্রয়াস উপন্যাসিকাটির উপরিতল বটে। তবে, রচনাটির নিগূঢ়ে লুকায়িত সত্যটি নিরেট রাজনৈতিক। শিম রান্না শিখতে ফ্রান্স ভ্রমণের এই অস্বাভাবিক কৌতুহলের তাড়নার অভিযাত্রাটির মধ্য দিয়ে লেখক ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশিতের মানসিকতাকে সূক্ষ্মভাবে এঁকেছেন। ঔপনিবেশিক প্রভাবের ফলে উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কিছু জাতিগত প্রবণতা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ উপনিবেশক রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে জানার কৌতুহল এবং তাদের সান্নিধ্য পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালনের মতো প্রবণতার কথা উল্লেখ্য ।[১] উপন্যাসের বয়ানে,"অন্তত কোনো এশীয়র পক্ষে এগুলো না পড়ে বা না শুনে থাকার জো নেই।"[২] আবার, "কেউ যেতে চায় সরল অথচ জটিল ফরাসিদের দেখতে "[৩] এই প্রবণতাগুলো এশীয় তথা প্রায় সকল উপনিবেশিত রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। *How does one cook beans* উপন্যাসিকাটিতে মূলত এই সত্যটিই উদঘাটিত হয়েছে।

The Ugly Asian নামের ইংরেজি উপন্যাসটি ওয়ালীউল্লাহ আবু শারিয়া ছদ্মনামে লিখেছেন। উপন্যাসটি দীর্ঘদিন পাঠকদের দৃষ্টির আড়ালে চাপা পড়ে থাকার পর প্রথম এর খোঁজ মেলে ওয়ালীউল্লাহর মামাতো বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুলতানা সারওয়াতারা জামানের কাছ থেকে। উপন্যাসটির বাংলা ভাষায় ভাষান্তরের কাজটি করেছেন শিবব্রত বর্মন।[৪] তাঁর দেওয়া *কদর্য এশীয়* শিরনামে রাজনৈতিক উপন্যাসটি ২০০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূলরচনার *The Ugly Asian* শিরোনামটি ইঙ্গিত করে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল সাড়া জাগানো রাজনৈতিক উপন্যাস *The Ugly American* এর। মার্কিন সাংবাদিক *William Laderer* ও *Eugene Burdick* লিখিত এই উপন্যাসটিকে 'Political Commentary ' বললে যথার্থ হয়। উপন্যাসটিতে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, নেতৃত্বদানের অযোগ্যতা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুর্নীতি, কমিউনিস্টদের কাছে গোয়েন্দা সংস্থার অপদস্ত হওয়ার মতো কাহিনি ব্যঙ্গরসাত্মক ভঙ্গিতে দৃশ্যিত হয়েছে। রাশিয়া ও আমেরিকার রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্ব থেকে বিশ্বনেতৃত্বদানের প্রতিযোগিতায় শীতলযুদ্ধেও সূচনা হয়েছে। সেই যুদ্ধে রাশিয়া তথা কমিউনিস্টদের পরাস্ত করতে মার্কিন সরকারের কুটনৈতিক নীতিমালায় কি কি পরিবর্তন আনা যেতে পারে সে বিষয়গুলোও উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে পরামর্শ আকারে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে *The Ugly American* উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটি প্রকাশের পর বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো তার ভিত্তিতে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর মিলিটারি এইড প্রোগ্রাম নতুন করে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেন।[৫] *The Ugly American* উপন্যাসটির সাথে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত *The Ugly Asian* এর বিষয় ও আঙ্গিকগত স্পষ্ট মিল চোখে পড়ে। ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসটি রচনার সময়ও আনুমানিক ১৯৫৮-১৯৬৩ সালের মধ্যে। তবে *কদর্য এশীয়* কে *The Ugly American* এর প্রত্যুত্তর বলা যায় এবং বলা যায় *কদর্য এশীয়* উল্টো দৃষ্টিতে লেখা। সমালোচক সাজ্জাদ শরিফ বলেন, "এ ব্যাপারে সন্দেহের প্রায় কোন অবকাশ নেই যে দি আগলি এশিয়ান উইলিয়াম জে.লেডারার ও ইউজিন বারডিকের দি আগলি আমেরিকান নামের তীব্র কম্যুনিস্ট বিরোধী উপন্যাসটির গরিব দুনিয়ার পক্ষ থেকে লেখা একটি দুর্মুখ প্রত্যুত্তর।"[৬] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে করাচি, লণ্ডন ও প্যারিসে। কর্মজীবনের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য রচনার কাজটিও পুরোদমে অব্যহত থেকে। পেশাগত জীবনে পাকিস্তানে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও জাতিসঙ্ঘের UNESCO সংস্থার একজন প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। কর্মসূত্রে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুটনৈতিক কারসাজি কাজ থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বিশ্বরাজনৈতিক বোঝাপড়ার ফসল *The Ugly Asian* উপন্যাসটি।[৭]

এই লেখাটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *কদর্য এশীয়*- উপন্যাসটিকে একটি উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য হিসেবে মূল্যায়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ করার আগে কিছু প্রসঙ্গ তুলে আনা দরকারি হয়ে পড়ে। যেমন উত্তর-উপনিবেশিকতাবাদ, নব্যউপনিবেশবাদ, উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য তত্ত্ব। উত্তর-উপনিবেশিক সময়ে উপনিবেশমুক্ত জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক ও চিন্তা-চেতনার মুক্তির জন্য নিরন্তর লড়াই করে যায় উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ। বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় উপনিবেশবাদের বিপরীত নীতি স্থাপন করা উত্তর-ঔপনিবেশিকতার উদ্দেশ্য। উত্তর-উপনিবেশবাদ প্রসঙ্গে এক গবেষণা গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> Post-colonialism (or often postcolonialism) deals with the effects of colonization on cultures and societies... However, from the late 1970s the term has been used by literary critics to discuss the various cultural effects of colonization.[৮]

অপরপক্ষে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতো অর্থনীতি, মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তি গুলো উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ আনতে চায় নব্যউপনিবেশবাদ। এ যেন পুরনো উপনিবেশবাদকেই নতুন মোড়কে পরিবেশনের চেষ্টা! উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক ফ্রাঞ্জ ফাঁনোর *The Wretched of the Earth* গ্রন্থটিতে নব্য-উপনিবেশবাদের উন্মোচন হতে দেখি,

> Colonialism is not satisfied merely with holding people in its grip and emptying the native's brain of all form and content. By a kind of perverse logic, it turns to the past of the oppressed people, and distorts, disfigures, and destroys it. [৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশিত ভূখণ্ডগুলো মুক্তি পেয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উত্থানের চেষ্টায় থাকে। একদিকে বিশ্বযুদ্ধের পর লাভবান আমেরিকা, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে তৃতীয় বিশ্বের দিকে ধাবিত হয়। এরপর দেশগুলোর রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। গণতন্ত্রের বুলি আওড়ে নাগরিকের জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে পরাশক্তিগুলো। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের এই শীতলযুদ্ধ থেকে জন্ম নেওয়া নব্যউপনিবেশবাদকেও তাই দমন করতে চায় উত্তর-উপনিবেশবাদ। উত্তর-উপনিবেশবাদ যেহেতু মূলত জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা তাই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য। নগুঁগি ওয়াথিঙ্গো তাঁর *Decolonizing The Mind* গ্রন্থে বলেন, "যে সমাজে আমার সুস্থতা অন্যের কুষ্ঠরোগের উপর নির্ভরশীল নয়; আমার পরিচ্ছন্নতা অন্যের কীটপতঙ্গ ভরা শরীরের উপর নির্ভরশীল নয় এবং আমার মানবতা অন্যের দাফন হয়ে যাওয়া মানবতার উপর নির্ভর করেনা, সেই সমাজের জন্য যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো শিল্প-সাহিত্য।" [১০]

কদর্য এশীয় উপন্যাসটিকে উত্তর-উপনিবেশবাদী ভূমিকায় পর্যবেক্ষণের তাগিদে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের লক্ষণগুলো উল্লেখ্য:

১. উপনিবেশের ভাষা আত্তিকরণ (Appropriation of Colonial language)

২. রূপকের ব্যবহার (Metanarrative)

৩. ইতিহাসের পুনর্লিখন (Rewriting History)

৪. স্টেরিওটাইপ ও কলোনিয়াল ডিসকোর্সের বিনির্মান (Reconstruction of Stereotypes and Colonial Discourse)

৫. জাতিয়তা ও জাতীয়তাবাদ (Nationhood and Nationalism)

উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যে উপনিবেশকের ভাষায় উপনিবেশিতের সত্যিকার ইতিহাস তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়। আবার, নেটিভ ভাষায় সাহিত্যচর্চাকেও বিউপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছেন অনেকেই। উদাহরণ স্বরূপ কেনিয়ার ঔপন্যাসিক নগুগি ওয়াথিঙ্গোর প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিনিই প্রথম উত্তর-আফ্রিকান লেখকদের দেশজ ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।[১১] নগুগির মতে ভাষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ঘটে।

> In my view language was the most important vehicle through which that power fascinated and held the soul prisoner. The bullet was the means of the physical subjugation. Language was the means of the spiritual subjugation.[১২]

তাই তিনি মাতৃভাষা 'গিকিউ'-কেই প্রাধাণ্য দিয়েছিলেন। নগুগি যেখানে বিশ্বাস করতেন আফ্রিকান ন্যারেটিভ গিকিউতেই যথার্থতা পায় সেখানে চিনুয়া আচেবের মত বিপরীত। একই গ্রন্থে আচেবের বয়ান,

> I feel that the English language will be able to carry the weight of my African experience. But it will have to be a new English, still in full communion with its ancestral home but altered to suit new African surroundings.[১৩]

তবে, বলাই বাহুল্য যে আচেবে ইংরেজিতে সাহিত্য লিখেছেন বলেই পৃথিবী আফ্রিকার ন্যারেটিভে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে।[১৪] ওয়ালীউল্লাহর *The Ugly Asian* উপন্যাসটির ভাষা প্রসঙ্গেও দৃঢ়ভাবে ধারণা করা যায় যে এই রচনার অভিপ্রায় ছিলো *The Ugly American*- এর পালটা বয়ান তৈরি করা; নিজের জাতিগত অভিজ্ঞতা যা পাশ্চাত্যের ভাষায় প্রতিনিয়ত ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়ে চলছে তাকে পাল্টে দেওয়া। বিশ্বের মানুষের কাছে সহজে সত্যকে পৌঁছে দিতে ইংরেজিকেই তিনি অবিকল্প একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছেন। উপনিবেশের ভাষায়ই তিনি উপনিবেশ বিরোধী ডিসকোর্স তৈরি করেছেন।

তিন.

কদর্য এশীয় উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তানকে বেছে নিলেও লেখক দেশটির নাম উহ্য রেখেছেন। উপন্যাসটির প্রাসঙ্গিকতা তাই আরও বিস্তৃত অর্থে তৃতীয় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বজায় থাকে।[১৫] উপন্যাসের বিষয় বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে - স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিনিদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিস্থিতির বিবরণ, সমাজতন্ত্র রোধ করতে এশিয়ার একটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও জনগণের বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মার্কিনিদের আপ্রাণ চেষ্টা; সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর জটিল রাজনৈতিক অবস্থা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ নব্য-উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত। উপন্যাসটিতে রাজনীতির বিষয়বস্তু কাহিনির আদলে গড়ে উঠলেও কাহিনি মুখ্য না হয়ে রাজনৈতিক তথ্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ কারণে উপন্যাসটিকে থিসিস উপন্যাসও বলা যায়।[১৬] উপন্যাসটির শেষে একটি প্রবন্ধের মতো অংশে লেখক বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও মার্কিন পররাষ্ট্র বিষয়ক বিস্তর পরামর্শ হাজির করেছেন। *কদর্য এশীয়* কে প্রচলিত উপন্যাসের ছাঁচে ফেলা যাবে কিনা সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে উপন্যাসের বিচার বিশ্লেষণের সম্বন্ধীয় ধারণার পুনর্বিবেচনা জরুরি, 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যানভাগ, চরিত্র চিত্রণ, পরিবেশ-কল্পনা ও বাণীভঙ্গি মিলিয়া সুসম্বদ্ধ একটি রূপ-শিল্পমাত্র। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব লেখকের জীবনদর্শনের উপর নির্ভর করে।'[১৭] *কদর্য এশীয়* উপন্যাসটির আখ্যানভাগ জীবনের মতো বিস্তৃত নয়। ওয়ালীউল্লাহ-র পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর মতো *কদর্য এশীয়* চরিত্রের হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্তরে প্রবেশ করেনা। *কদর্য এশীয়* উপন্যাসটি পুরোপুরি উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রয়াস না করে নব্যউপনিবেশিক পরিস্থিতির নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করতেই অধিক আগ্রহী। উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে এসে কম্যুনিজম ফোবিয়ার বশবর্তী হয়ে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনিরা যেভাবে গোটা বিশ্বে মোড়লিপণা শুরু করেছে তার সত্যতা উন্মোচন করেছেন লেখক। অন্যদিকে দরিদ্র ও নিরন্ন এশীয়দের সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে 'Ugly' বা 'কদর্য' হিসেবে গণ্য হওয়ার পেছনের কারসাজিও খোলাসা করেছেন উপন্যাসটিতে। উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদের *'প্রাচ্যতত্ত্ব'*-গ্রন্থটিতে যেরূপ পাশ্চাত্যের নির্মিত প্রাচ্যের কাল্পনিক চিত্র আমরা দেখতে পাই, সেই চিত্রের পেছনের অপ্রকাশিত সত্যটির অস্তিত্বও আমরা আবিষ্কার করি-'প্রাচ্যতত্ত্ব যতোটা অর্থবহন করে তা প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্য-এর ওপরই বেশি নিরর্ভরশীল।'[১৮] একই উপায়ে *কদর্য এশীয়* উপন্যাসের 'কদর্য' মূলত পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে এশীয়র স্টেরিওটাইপ। এই কথাটির উলটো ব্যাখ্যা প্রদানেই ওয়ালীউল্লাহর এই সচেতন প্রয়াস। উপন্যাসের আখ্যানভাগে প্রবেশ করলে দেখি - ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'অপিনিয়ন'-এর সাংবাদিক জনসন এশিয়ার একটি দেশে যায় সেই দেশের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মিশন নিয়ে। সদ্য উপনিবেশমুক্ত তৃতীয় বিশ্বের এই দেশটিতে সম্প্রতি ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। নানাভির সরকার দলকে হটিয়ে আবদুল কাদের নেতৃত্বে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' ক্ষমতায় এসেছে। এরই মধ্যে গুজব রটে যায়- নতুন দল নিরপেক্ষনীতি গ্রহণ করবে। নিয়ন্ত্রণপ্রিয় মার্কিনিরা সমাজতন্ত্রের জুজুর ভয়ে এই খবরের সত্যতা যাচাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

> যে দেশটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্দুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম ছিল যার শক্তির প্রধান উৎস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ প্রদান বন্ধ করলে যার অর্থনীতি মলিন মুদ্রার মতো দুমড়ে যেত, সহসা সে দেশটি নিরপেক্ষ হয়ে যেতে শুরু করেছে এবং ওয়াশিংটনে নৈরাশ্যবাদীদের কারও কারও আশঙ্কা, দেশটি সম্ভবত 'লাল' হয়ে গেছে।[১৯]

অন্যদিকে, সরকারি দলের প্রাক্তন নেতা নানাভি ব্রিটিশদের ভরনপোষণে পুষ্ট এবং ইংরেজরাই তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে রেখে গিয়েছিলো। নানাভি দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের অভ্যস্ততার দোষে স্বাধীন দেশটি পরিচালনায় ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে, আবদুল কাদের তীক্ষ্নবুদ্ধির রাজনীতিবিদ। নানাভির প্রতিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের আঁচ করতে পেরে অভিনব উপায়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে শুরু করে সে। জনগণের ব্রিটিশ বিরোধী উত্তপ্ত চেতনায় স্পর্শ করতে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষনীতির প্রতিশ্রুতি দেয় সে। সরকারের প্রতি গতানুগতিক অভিযোগের বাইরে গিয়ে সে বলে,

> উপনিবেশবাদ'- সে ঘোষণা করে, 'এক শয়তানের দেহের শয়তানি আত্মার মতো অপসৃত হয়েছে, পেছনে ফেলে গেছে দুর্গন্ধময় হাড়গোড়। এ লাশ মাটিচাপা না দিয়ে আমাদের সরকারের হর্তাকর্তারা এর মধ্যে সুগন্ধ মেখেছে, একে বসিয়েছে পূজার বেদিমূলে। কিন্তু এ লাশ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ লাশের গহ্বরে আমাদের দেশের কেঁচো-কুমিররা তাদের শকুনের মতো ক্ষুধার খাদ্য উপাচার খুঁজে পাচ্ছে। এ লাশ মাটির নিচে পুঁতে ফেলে এবং যারা এর পূজা করছে তাদের অপসারণ করেই কেবল আমরা আমাদের এ দেশকে রক্ষা করতে পারব।[২০]

অথচ, ক্ষমতালাভের পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সে দ্রুতই ভঙ্গ করে। 'নিরপেক্ষনীতি' দুমড়ে মুচড়ে মার্কিনিদের সাথে হাত মেলায়। উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের মেটান্যারেটিভ বৈশিষ্ট্যের সদৃশ নানাভি এখানে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতীক হলে আবদুল কাদের যেন মার্কিনি নব্য-উপনিবেশবাদের প্রতীক। জনসনের সাথে আবদুল কাদেরের ঘনিষ্ট আলোচনায় আবদুল কাদেরের মুখে আমেরিকার নব্য-উপনিবেশ স্থাপনের কৌশলগুলোর খোলাসা হয়ে যায়- 'প্রথমে দেখা যাক আপনারা কেন আমাদের সাহায্য দেন। আমি তো বলবো, এর মূল উদ্দেশ্য, আপনারা এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে চান, যাতে তারা সমাজতন্ত্রের খপপরে না পড়ে।'[২১] আবদুল কাদের আরও বলে- "আমাদের দুদেশের মধ্যে যতটা সম্ভব ঘনিষ্ট সহযোগিতা আমি চাই। আমাদের একে অন্যকে প্রয়োজন।"[২২] উক্তিটিতে বোঝা যায়, তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক চরিত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বনেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনে বসতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখে প্রথম বিশ্ব। আবদুল কাদেরের রাষ্ট্রীয় কর্মপরিকল্পনায় ব্যক্ত হয় যে শিল্পায়নের থেকে কৃষিমুখী পদ্ধতি গ্রহণে সে বেশি উদ্যত,কারণ- "সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ট মিত্র ও দূত ক্ষুধা এ দেশে আছে, আমাদের তারা কোনো সময় দেবে না।"[২৩] অর্থাৎ সমাজতন্ত্র রোধ করতে হলে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে।

চার.

'আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব দ্য ইস্ট'- এর প্রতিনিধি এণ্ডারসন এই দেশে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে অপছন্দের তালিকায় রেখেছেন তিন ধরনের ব্যক্তিদের। প্রথমেই আসে তারা যারা পশ্চিমের মনমানসিকতা গ্রহণকারী নেটিভ। নিজের শেকড় ভুলে পশ্চিমকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে তারা শুধু বাইরের দিকটিকেই অনুকরণ করতে পারে। পশ্চিমকে গতিশীল করেছে যেসব আদর্শ সেসব তারা লক্ষ করে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বিবিধপ্রবন্ধ*-র অন্তর্ভূক্ত *অনুকরণ* শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন - "বাঙালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়।"[২৪] এণ্ডারসনের অপছন্দের তালিকায় দ্বিতীয় ব্যক্তিরা তারা যারা নিজেদের পাশ্চাত্যের তুলনায় এতোই উৎকৃষ্ট ভাবে যে তারা বুঝে গেছে পশ্চিমের ভেতরটা ফাঁপা। অথচ, ভোগের সুযোগ পেলে কোনো উপায়ই তা ছাড়েনা এই প্রজাতি। আরেক প্রজাতি হলো তারাই যারা জীবনের পুরোটাই ব্রিটিশ শাসকদের নির্দেশ পালন করে গেছে। দাসত্ব মেনে নেওয়া এই শ্রেণি মূলত শাসক শ্রেণি। অন্য আরেক প্রকার শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখা যায় প্রফেসর আহসানকে। মার্কিন নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ও জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত ড. আহসান একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। ড.আহসান ও জনসনের নিরাড়ম্বর কথপোকথনে স্পষ্ট হয় মার্কিনিদের ষড়যন্ত্রের গোপনকথাগুলো। যে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করার বাহানায় মার্কিনিরা এদেশের পররাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সামরিক বাহিনিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে, মার্কিনিদের মুখে সেই সমাজতন্ত্রের নিষ্ঠুরতার উদাহরণ টানার আগে পশ্চিমের নিষ্ঠুরতার দু একটি উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দেন ড. আহসান। রেড ইন্ডিয়ান কিংবা তাসমানিয়ার আদিবাসীদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলে ড. আহসান বলেন, "এখানকার অজ্ঞতম লোকটিও জানে, পশ্চিমও মানুষ খুন করেছে এবং তা করেছে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা চেয়েছে বলে।"[২৫] ১৪৯২ সালে সান সালভাদরের বন্দরে কলম্বাসের পা রাখার ঘটনা থেকে শুরু করে শ্বেতাঙ্গদের নির্মমতার চারশ বছরের কালো অধ্যায়ের প্রামাণ্যলিপি ডি ব্রাউনের *Bury my heart at wounded knee* বইটি। ডি ব্রাউনের সংগ্রহিত রেড ইন্ডিয়ান শাউনি গোত্র নেতা তিকামশের চিঠিতে প্রতিধ্বনিত হয় ইতিহাসে অবহেলিত সেই দুঃসহ মর্মবেদনা,

> সেই পিকোতারা আজ কোথায়? কোথায় আমাদের সেই নারাগানসেত, মোহিকান, পোকানোকেত বা অসংখ্য সেই গোত্রগুলো যারা একদা ছিলো বিশাল পরাক্রমশালী? তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শ্বেতাঙ্গদের ধনলিপ্সা ও বর্বর অত্যাচারে, যেমনটি বরফ গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে, ঠিক তেমনই।[২৬]

নিষ্ঠুরতার নিশানবাহী এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন গোটা বিশ্বকে মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে শুধু নিজ স্বার্থসিদ্ধির খেলায় মাতোয়ারা তখন ড.আহসান সমগ্র স্বাধীনচেতা উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে ভর্ৎসনা করে ওঠে। উপন্যাসটির এক পর্যায়ে খরস্রোতা কোকানদীর তীরে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানে মার্কিনিদের

আধিপত্য চিহ্নিত হয়েছে। ৫ কোটি ডলার বিনিয়োগকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রকল্পে নিয়োজিত আছে অসংখ্য মার্কিন শ্রমিক ও কর্মকর্তা। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরি দেওয়াকে কেন্দ্র করে ফোরম্যানকে খুনের পর ভয়াবহ এক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। পুলিশের গুলিতে একাধিক শ্রমিক নিহত হলে অভিযুক্ত হয় হার্ভে নামক এক মার্কিন কর্মকর্তা। কিন্তু নব্য উপনিবেশক প্রভুদের ঘাড় থেকে অভিযোগ দ্রুতই জাতীয়তাবাদী দলের নেতা আবদুর রবের উপর চালান করে দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট সন্দেহে প্রমাণ ছাড়াই দাঙ্গার উস্কানিদাতা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয় তাকে। এই ঘটনার যথাযথ তদন্তের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে জনসভার আয়োজন শুরু হয়, ছাত্ররাই হয় এই কর্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্যোক্তা। মার্কিন কর্মকর্তাকে রক্ষার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাপে আবদুল কাদের নিপীড়নমূলক শাসন পদ্ধতি চালু করে। যেখানেই প্রতিবাদের আওয়াজ ওঠে সেখানেই নির্বিচারে চলে বুলেট। যুক্তফ্রন্ট সরকার দলের নেতা আবদুর রবকে রাতের আধারে জেলবন্দি করা হয়। ড.আহসানের অনুসারী একদল প্রতিবাদী শিক্ষার্থীও গুলিবিদ্ধ হয়, জেলবন্দি হয়। সমাজতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে দিনরাত গণতন্ত্রের প্রলোভন দেখানো মার্কিন পরাশক্তি একেক করে সেই গণতন্ত্রের খণ্ডন প্রত্যক্ষ করতে থাকে এবং তাতে সায় দিতে থাকে। অন্যদিকে, দেশের সর্বত্র কম্যুনিজমের গন্ধ অনুসন্ধানী মার্কিনিরা টের পায় জনগণের সন্দেহের তীর্যক দৃষ্টি। বিশ্বকে শাসন করার যে গুরুদায়িত্ব আমেরিকা নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে বটে, কিন্তু যোগ্যতাটি কি আদৌ তাদের রয়েছে? এই প্রশ্নে সন্দিহান উপন্যাসের জনসন ও এণ্ডারসন চরিত্রগুলো। কাহিনির এ পর্যায়ে দেশটির রাজনৈতিক অস্থিরতা দিনদিন বাড়তে থাকে। সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা গোপনে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে ব্যর্থ হয়। সরকারের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা ও মার্কিনিদের সমর্থনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'স্বাধীনতা দল' নামের এক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে। শুরুতে অবশ্য তারা মার্কিনিদের সাহায্য নিয়ে নিপীড়ক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের জুজুর ভয়ে কাতর মার্কিন রাষ্ট্রদূত উলটো তাদের দমনের জন্য সরকারকে চাপ প্রদান করতে থাকে। ক্রমবর্ধমান এই অস্থিরতায় যে সত্যটি ধ্রুব থেকে যায় তাহলো দারিদ্র্য। ক্ষুধার যন্ত্রণা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনগণ যারা না বোঝে পুঁজিবাদ, না বোঝে কম্যুনিজম, ক্ষুধা যাদের কাছে একমাত্র উদ্বেগের বিষয় তারাও সরকারের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় মেতে ওঠে। উপন্যাসের শেষভাগে আমরা রিলিফ নিয়ে নাম না জানা একটি গ্রামে দাঙ্গার দৃশ্যে ড.আহসানকে খুঁজে পাই বিপ্লবী নেতার ভূমিকায়। জনসন প্রত্যক্ষ করে একটি সংগ্রামী,সহিংস দল যারা নিজেদের কম্যুনিস্ট বলেনা, বলে জাতীয়তাবাদী। যে দল দেশের স্বনিয়ন্ত্রণের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নিয়ন্ত্রণহীন বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতেও আগ্রহী। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে পারলে আমরা খুব খুশি হব এবং যেহেতু রাশিয়া ও চীনের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি।" [২৭] ড. আহসানের এই কথার প্রত্যুত্তরে জনসন বলে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই কেন আপনাদের সঙ্গে একমত হতে হবে, আপনারা নিজেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতামত মানলে অসুবিধা কোথায়?"[২৮] এই উক্তির জবাবে ড. আহসান বলেন, "দেখুন, এটা আমাদের দেশ।"[২৯] এই উক্তিটির মাধ্যমে এক জাতীয়তাবাদী স্বাধীন ব্যক্তির কণ্ঠের দৃঢ়তা যেমন প্রকাশ পায়, একই সাথে মার্কিন তাবেদার জনসন তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাক গলানো স্বভাবের গায়ে শেকল পড়ানোর চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। ড. আহসানকে আবার আমরা একজন উত্তর- উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকের ভূমিকায় উপনিবেশকের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের আঁচ করতে দেখি। উত্তর-উপনিবেশতাত্ত্বিক হোমি. কে. ভাবা. উপনিবেশক শক্তির Narcissistic Colonial Approach,[৩০] উপনিবেশিতের স্টেরিওটাইপ নির্মাণের মাধ্যমে প্রভুত্বকে বৈধকরণ প্রক্রিয়ার পেছনে একধরনের নিরাপত্তাহীনতা ও দোলাচলগ্রস্থতাকে চিহ্নিত করেছেন। সেরকমই ড.আহসান ও শাসকের কঠোর শাসনের অন্তরালে লুকায়িত জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাবেন।

> আমি মানুষের হৃদয়ের কথা বলছি। নানারকম লোক দেখানো ভঙ্গির প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত, অটল বিশ্বাসের অন্তরালে হয়তো কোথাও সত্যিকারের মানবহৃদয় একটি আছে। সেই হৃদয় অন্যের দু:খ -দুর্দশা বুঝতে পারে।[৩১]

স্বাধীনতা দলের এক অনিশ্চিত পরিনতির ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসটির কাহিনির ইতি টানেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। *The Ugly American* উপন্যাসে এশীয় রাজনীতিতে তোষামোদকারী, ভূঁইফোড় ও স্বার্থান্বেষীমহলের যে চিত্ররূপায়িত হয়েছে তার বাইরে এক বিশাল উপেক্ষিত জনপদ রয়েছে। যে জনপদ স্বাধীনতা চায় আদি ও নব্য উপনিবেশ থেকে, মূলত দারিদ্রের মতো চরম পরাধীনতা থেকে ওয়ালীউল্লাহর এই রচনার উদ্দেশ্য যেন এটিই। *কদর্য এশীয়* গতানুগতিক

উপন্যাসের মতো নয় বলেই ওয়ালীউল্লাহ'র কাঠামো নিয়ে নীরিক্ষা করেছেন। অথবা বক্তব্যের স্পষ্টতা নিশ্চিত করার তাগিদেই উপন্যাসের শেষে "একজন এশীয়র সংলাপ" নামের একটি নাতিদীর্ঘ অংশের সংযোজন করেছেন। *The Ugly American* উপন্যাসটির শেষে যেরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসফল অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে, ওয়ালীউল্লাহও সেই পথেই হেটেছেন। তৃতীয় বিশ্বের এক দরিদ্র কৃষকের কণ্ঠে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে লেখক বলছেন, "কম্যুনিস্ট আবার কারা?"[৩২] ক্ষুধা ও দারিদ্র্য যাদের প্রতিদিনকার সঙ্গী সেই এশীয়দের কাছে কম্যুনিজমের ভয় এক অলীক ধারণা বৈ আর কি! *কদর্য এশীয়*-র এই অংশে নিজস্ব অভিজ্ঞানের আলোকে মার্কিনিদের পররাষ্ট্রনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন লেখক এবং শেষে যুক্ত করেছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। যেমন-

- সবার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করেতে হবে যে, তার নিজের জন্য যা মঙ্গলজনক, পশ্চাৎপদ দেশগুলোর জন্য তা মঙ্গলজনক নাও হতে পারে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এও মেনে নিতে হবে যে, দরিদ্র দেশগুলি যা চায়, রাশিয়া ও চীন না থাকলেও তারা তাই-ই চাইতে পারতো।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এও বুঝতে হবে, পশ্চাৎপদ দেশগুলির কোনোটি যদি তাদের বিপরীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করে, তাহলে তা মার্কিনদের পরাজয় ও রাশিয়ার বিজয় হিসেবে বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ কথাও মনে করার কোনো কারণ নেই যে, একটি পশ্চাৎপদ দেশের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিলে সেটি সয়ংক্রিয়ভাবে রাশিয়া বা চীনের দিকে ঝুঁকে পড়বে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যেকোনো দেশের গণমানুষের পক্ষাবলম্বন করতে হবে।[৩৩]

একটি কল্পিত দেশের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসের এটিই মূল বক্তব্য।

পাঁচ.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর নিজ ব্যাখ্যাতে ও মার্কিনিদের স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের আড়ালে এক সহমর্মি হৃদয়কে খুঁজেছেন। তৃতীয় বিশ্বের একজন ভাবুক, উত্তর-উপনিবেশিক চিন্তক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহকে আবিষ্কার করি আমরা *কদর্য এশীয়* উপন্যাসটিতে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিপরীত অবস্থানের স্বর কিরূপ হতে পারে তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। কোনো নির্দিষ্ট দেশের দলিত না হয়ে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার একটি ডিস্কোর্স রচনা করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ; সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই নিদর্শন অনন্য। উপনিবেশের সর্বপ্রকার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজের রাষ্ট্রকে মুক্ত করে স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সার্বিক কল্যানের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে রচনাটিতে। নব্য-উপনিবেশের চক্রব্যুহকে ভেঙে বেরিয়ে আসার কোনো সমাধান বাতলে দেওয়া না হলেও মার্কিনিদের কুচক্রী চেহারার ওপর সযত্নে তৈরিকৃত মুখোশটিকে গুড়িয়ে দিয়েছেন লেখক তাঁর সুপরিকল্পিত স্পষ্টবয়ানে। *কদর্য এশীয়*-তে চরিত্রের ধারাবাহিক বিবর্তন দৃশ্যমান হয় নি বটে, তবে ক্রমশ জনসনের উপলব্ধির গ্রন্থিমোচন এবং ড.আহসানের দৃঢ় ও দৃপ্ত জাতীয়তাবাদী আদর্শে লেখকেরই চিন্তার ক্রমবিবর্তন দৃশ্যিত হয়েছে। দেশীয় ও বৈদেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে *কদর্য এশীয়*। *কদর্য এশীয়* উপন্যাসটি তাই নিঃসন্দেহে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক গুরত্বপূর্ণ সংযোজন।

তথ্যনির্দেশ

১। কাহালি, অনিরুদ্ধ (২০১৪), শিম *কীভাবে রান্না করতে হয়: ঔপনিবেশিক বনাম উপনিবেশিত*, নান্দীপাঠ: সংখ্যা ছয় । ফেব্রুয়ারি ২০১৪, নান্দীপাঠ প্রকাশনী। পৃ.২৬৯

২। পূর্বোক্ত, পৃ.২৭০

৩। পূর্বোক্ত, পৃ.২৭০

৪। বিল্লাহ, কাজী মোস্তাইন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস: কদর্য এশীয়: থিসিস উপন্যাস?* নান্দীপাঠ: সংখ্যা ছয় । ফেব্রুয়ারি ২০১৪, নান্দীপাঠ প্রকাশনী। পৃ.২৩৬, পৃ.২৩৪

৫। ইলিয়াস, খালিকুজ্জামান, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ইংরেজি লেখা*, নান্দীপাঠ: সংখ্যা ছয় । ফেব্রুয়ারি ২০১৪, নান্দীপাঠ প্রকাশনী। পৃ.২৩৯
৬। শরিফ, সাজ্জাদ (২০০৬) *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : প্রচ্ছদের অন্তরালে, কদর্য এশীয়*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। পৃ. ২
৭। পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৩
৮। Fanon, Frantz. (2004). *The Wretched of the Earth* (R. Philcox, Trans.). Grove Press. (Original work published 1961)
৯। সরকার, ফ্লোরা (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮), *নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো: নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সাহিত্য*, চিন্তা
১০। মাসুদুজ্জামান, *কদর্য এশীয়: ঠান্ডাযুদ্ধের তপ্তবয়ান*, নান্দীপাঠ: সংখ্যা ছয় । ফেব্রুয়ারি ২০১৪, নান্দীপাঠ প্রকাশনী। পৃ.২৫৫
১১। WaThiong, Ngugi. (1981), *Decolonizing the Mind*, Zimbabwe Publishing Theatre (Pvt)Ltd. Page-9
১২। পূর্বোক্ত, পৃ.৮
১৩। মাসুদুজ্জামান, *কদর্য এশীয়: ঠান্ডাযুদ্ধের তপ্তবয়ান*, নান্দীপাঠ: সংখ্যা ছয় । ফেব্রুয়ারি ২০১৪, নান্দীপাঠ প্রকাশনী। পৃ.২৫৬
১৪। বিল্লাহ, কাজী মোস্তাইন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস: কদর্য এশীয়: থিসিস উপন্যাস?* । পৃ.২৩৬
১৫। পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৬
১৬। পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৬
১৭। দাশ, শ্রীশচন্দ্র, (১৯৮৮), *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পুণর্মুদ্রণ: আগস্ট, বর্ণ-বিচিত্রা, ঢাকা, পৃ.১২৯
১৮। আলম, ফয়েজ, (আগস্ট, ২০০৭), *এডওয়ার্ড সাঈদ-এর অরিয়েন্টালিজম*, গ্রন্থস্বত্ব, পৃ.২৭
১৯। বর্মন, শিবব্রত, (অনু.), (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *কদর্য এশীয়*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, পৃ.১৫
২০। পূর্বোক্ত, পৃ.২৭
২১। পূর্বোক্ত, পৃ.২৯
২২। পূর্বোক্ত, পৃ.২৯
২৩। পূর্বোক্ত, পৃ.২৯
২৪। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), *বিবিধ প্রবন্ধ*, New Sanskrit Press, পৃ.১১৫
২৫। বর্মন, শিবব্রত, (অনু.), (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *কদর্য এশীয়*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, পৃ.৪৩
২৬। হোসেন, দাউদ (অনু.), (নভেম্বর, ২০১১), ডিব্রাউন, *আমারে কবর দিও হাঁটুভাঙার বাঁকে*, সন্দেশ প্রকাশনী, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, পৃ.২৫
২৭। বর্মন, শিবব্রত, (অনু.), (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *কদর্য এশীয়*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, পৃ.১৬৫
২৮। পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৭
২৯। পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৭
৩০। ব্যানার্জি, অর্পিতা, *দ্ব্যর্থবোধকতার অন্তরালে: হোমি. কে. ভাবা. এবং ঔপনিবেশিক হৃদয়বিশ্ব*, http://www.srishtisandhan.com/Srishtisandhan/Magazine/Content/ACCK02PHomiBhaba.pd
৩১। পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৯
৩২। পূর্বোক্ত, পৃ.১৭১
৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৫